দৈনিক ইনকিলাব

052

তারিখ 29 OCT 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

তজুমদ্দিন

।। মাওঃ মোঃ জিয়াউল হক ।।

ভোলা জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে তজুমদ্দিন একটি উপজেলা। এ উপজেলার উত্তরে দৌলতখান, দক্ষিণে লালমোহন, পশ্চিমে বোরহানউদ্দিন ও পূর্বে প্রায় ৪০ মাইল মেঘনা নদীর পরে মনপুরা উপজেলা। তজুমদ্দিন উপজেলাটি মেঘনার তীরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে প্রায় ১৫ মাইল বিস্তৃত। এ উপজেলার আয়তন ৪৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮৫ হাজার ৩শ' ৫৮ জন। উপজেলায় ৪টি ইউনিয়ন ও ৪৫টি গ্রাম।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ৩টি ফাজিল মাদ্রাসা, ১টি দাখিল মাদ্রাসা, ১টি কওমী মাদ্রাসা, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ৩৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪১টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও ১৫০টি মসজিদ আছে। শিক্ষিতের হার শতকরা ১৫ জন। উচ্চ শিক্ষার প্রসারকল্পে একটি কলেজের একান্ত প্রয়োজন।

যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে তজুমদ্দিন উপজেলা অনুন্নত। জেলা সদর ও রাজধানীর সাথে যোগাযোগের সরাসরি কোন ব্যবস্থা নেই। উপজেলা সদর হতে সবক'টি ইউনিয়নের যাতায়াত ব্যবস্থা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। উপজেলা সদরের বিভিন্ন দিকসহ প্রায় ৩ মাইল রাস্তা ইট বিছানো। বাকি ৭৫ মাইল রাস্তা কাঁচা। রিক্সাই এ অঞ্চলের মুখ্য যানবাহন।

স্বাস্থ্য

এখানে সমস্যা জর্জরিত ৩১ শয্যা বিশিষ্ট ১টি হাসপাতাল রয়েছে। বর্তমান মেডিক্যাল অফিসারগণ রোগীদের প্রতি বিশেষ সুহৃদয়-সহানুভূতির সম্ভাব্য পরিমাণ ওষুধ দিয়ে সেবা করে যাচ্ছেন। এ হাসপাতালে বেডরুম, এক্সরে মেশিন নেই, স্টাফ নেই, ৩ জন সুইপার নেই। ইনডোরে আয়রন নেই। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নেই। পানি এবং ওষুধের অভাবে জটিল রোগের চিকিৎসা করা যায় না। এ উপজেলায় ১০৪টি গভীর নলকূপ, ২৪টি অগভীর নলকূপ ও ৯০ টি অকেজো নলকূপ রয়েছে।

বিদ্যুৎ

তজুমদ্দিন উপজেলায় এখনো বিদ্যুতের আলো জ্বলছে না। ফলে, উপজেলার উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যুৎ না থাকায় এখানে কোন মিল, ফ্যাক্টরী নেই।

কৃষি

কৃষি প্রধান তজুমদ্দিন উপজেলা। উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে ধান, সুপারি উল্লেখযোগ্য। আমন, আউশ, ইরি—এ তিন ধরনের ধান উৎপাদিত হয়। প্রধানতঃ আমন ধানই সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ায় ইরি চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে এলাকার চাষাবাদ। প্রতি একরে গড়ে ২২/২৮ মণ ধান জন্মায়। তজুমদ্দিন এলাকায় চাষোপযোগী ২৪০৮০ একর জমি। চাষীদের ঋণ দানের সুবিধার্থে ১শ' ৪৯টি সমবায় সমিতি রয়েছে।

ডাকঘর

তজুমদ্দিনের ডাক ব্যবস্থার কোন অসুবিধা না থাকলেও উপজেলা সদরের ডাকঘরের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ডাকঘরটি সংস্কার ও উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এ নিয়ে উপজেলায় মোট ৩টি ডাকঘর রয়েছে।